জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ব্যাক্তিগত অর্থায়নে ঘর পেলো মুজিবনগরের এতিম শিক্ষার্থী

মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের বিপাশা খাতুন।মেহেরপুর সরকারী কলেজের অনার্স ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী সে। ছোট থেকেই মুজিবনগর সরকারী শিশু পরিবার থেকে তার বড় হয়ে ওঠা। শিশু পরিবারে থেকে সে পড়াশুনা করে অনার্স শেষ করতে চলেছে। তবে বয়স হয়ে যাবার কারনে শিশু পরিবার থেকে চলে আসতে হয় তাকে। বিপাশা খাতুন ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত,লিয়াকত শেখের মেয়ে।
বাসায় একটি ছোট্র কুড়ে ঘর। নানি, ছোট ভাই ও মাকে নিয়ে খুব কষ্টে জীবন যাপন করতে হয় তাকে। আর তার এই কষ্ট নিবারন করতে নিজস্ব অর্থায়নে একটি ঘর তৈরি করে দেবার উদ্যেগে নিয়েছে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ।
দুই কামড়া বিশিষ্ট সেমি পাঁকা টিনসেড এর এই ঘরটি তৈরি করতে বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। রবিবার দুপুরে ঐ ঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম ও পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী।
এ সময় স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মৃধা মোহাঃ মুজাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার,সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন,বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ৫১ ভূমিহীন পরিবারের মাঝে জমির দলিল ও ঘরের চাবি বিতরণ

মেহেরপুর জেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীন ৫১টি পরিবার পেলেন স্থায়ী আশ্রয়স্থল। প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় এসব

পরিবারকে দুই শতক জমি ও বাড়ির চাবি ও দলিল বুঝে দেওয়া হয়েছে। প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে এক সময়ের সম্পদহীন এসব পরিবার জমি ও বাড়ির মালিকানা পেয়ে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

আজ(২০ জুন) রোবিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল কনফারেন্সে উদ্বোধনের পর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসব পরিবারের কাছে জমি ও ঘরের মালিকানা কাগজপত্র বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভা কক্ষে পৃথক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্ব স্ব উপজেলার উপকারভোগী পরিবারের হাতে জমির মালিকানাসহ কাগজপত্র বুঝিয়ে দেওয়া হয়। গাংনী ইউএনও সভা কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজলো নির্বাহী অফিসার মৌসুমি খানম। উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেহেরপেু জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশেদুল ইসলাম জুয়েল,গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি ও মহিলা ডিগ্◌্রী কলেজের প্রভাষক রমজান আলী উপস্থিত ছিলেন
এদিকে জেলা প্রশাসক ড. মুনছুর আলম খান মুজিবনগর উপজেলায় এবং সদর উপজেলায় উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হেল্প ডেস্ক এর উদ্বোধন

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যলয় থেকে তথ্যসেবা নিতে আসা সকল জনগনের জন্য একটি হেল্প ডেক্স স্থাপন করেছে নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।
যাতে করে জনসাধারন খুব সহজেই সেই হেল্প ডেস্ক থেকে তাদের

প্রযোজনীও সেবা পেতে পারে।
রবিবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে গৃহহীনদের মাঝে দলিল হস্তান্তর শেষে হেল্পডেস্কের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম।
এ সময় পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মৃধা মোহাঃ মুজাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার,সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন,বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে উপজেলা পরিষদ হলরুমের সংস্কার কাজের উদ্বোধন করেন অতিথিবৃন্দ।

মুজিবনগরে ২য় পর্যায়ে গৃহহীন পরিবারের মাঝে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন

মুজিবর্ষ উপলক্ষে মুজিবনগরে ৪টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২য় পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত গৃহ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম উপস্থিত থেকে এ গৃহের দলিল উপকারভূগীদের মাঝে হস্তান্তর করেন।

এ সময় পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মৃধা মোহাঃ মুজাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার,সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন,বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ

উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সকাল সাড়ে দশটার দিকে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

মেহেরপুর পাটকেলপোতায় সড়ক দূর্ঘটনায় একজন গুরুতর আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার পাটকেলপোতায় সড়ক দুর্ঘটনায় উজ্জল (৩৫) একজন গুরুতর আহত হয়েছে। রবিবার সকাল ৯ টার সময় মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাটকেল পোতা নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় জাফর আলীর ছেলে উজ্জল(৩৫) আহত হয়েছে। স্থানীয়রা জানান উজ্জল রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এসময় মেহেরপুর থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী রয়েল পরিবহন ধাক্কা দিলে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে এতে উজ্জ্বল মাথায় প্রচন্ড আঘাত পায়। স্থানীয় উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। উজ্জলের অবস্থা গুরুত্বর হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রেফার্ড করেন।

গোড়াতেই গলদ (ভিডিওসহ)

প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মেহেরপুর শহরের কলেজ মোড়ে পুরাতন ডাকঘর ভবন ভেঙে আধুনিক পোষ্ট অফিস ভবণ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। নির্মানের শুরুতেরই বেস (গ্রাউন্ডফ্লোর) ঢালাইয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রয়োজনীয় তদারকির অভাবে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী দিয়ে বেস ঢালাই এর কাজ করা হয়েছে। ঠিকাদারের যোগসাজসে রাতের আধাঁরে পাইলিং এর পুরাতন পিলার গুড়ো

করে পাথরের সাথে মিশিয়ে বেস ঢালাই করা হয়েছে। এছাড়া পাথরের মাপ ঠিক নেই। তুলনামূলকভাবে বেস ঢালাই হিসেবে পাথর বড়। স্থানীয়রা বলছেন ঠিকাদারের যোগসাজসে নির্মাণ কাজে দুর্নীতি করতেই গভীর রাতে পাইলিং এর পিলার গুড়ো করে তা পাথরের সাথে মিশিয়ে বেস ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দেশের ডাকঘরগুলোর আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও ইমেজ বৃদ্ধিতে একাধিক উদ্যোগ বা প্রকল্প গ্রহণ করছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ। এর একটি হলো, ডাকঘরের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা বিতরণ। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ডাকঘরই ‘পোস্ট ই-সেন্টারে’ পরিণত হবে। একইসঙ্গে ডাকবিভাগ এর হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে। পাশাপাশি এগিয়ে যাবে সামনের দিকে। সম্প্রতি ‘পোস্ট-ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি প্রকল্প’ হাতে নিয়েছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ। এই প্রকল্পের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তার ভাতা বিতরণ করা হবে। এর ধারাবাহিকতায় মেহেরপুরসহ সারাদেশে ডাক বিভাগের প্রধান কার্যালয়ের ভবনের আদলে সারা দেশে ডাক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তারই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুর পোষ্ট অফিসের পুরাতন ভবন ভেঙ্গে আধুনিক পোস্ট অফিস নির্মাণ কাজ শরু হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে দেখা যায়, মেহেরপুর পৌর শহরের কলেজ মোড় এলাকায় আধুনিক পোষ্ট অফিস ভবনের বেস ঢালাই কাজের প্রস্তুতি চলছে।

গত শনিবার (১২ জুন) রাত দেড়টার দিকে পাইলিং এর পিলার ছোট-বড় টুকরো করে ইট ভাঙা মেশিনের মাধ্যমে ভেঙ্গে গুড়ো করার কাজ করছে ৮-১০জন লেবাররা। পাশেই রাখা আছে পাথর ভর্তি ট্রাক। পিলারগুলো ভাঙার কাজ শেষ হলে সেগুলোর ওপর পাথর নামিয়ে ঢেকে সকালে সেই সকল সামগ্রী পাথরের সাথে মিশিয়ে বেস ঢালাই এর কাজ করা হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর আধুনিক পোস্ট অফিসের তিনতলা ভবন নির্মাণের জন্য ৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের তিনতলা ভবন নির্মাণের কাজ পান কুষ্টিয়ার শহিদুল ইসলাম নামের একজন ঠিকাদার। এবিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তথ্য দিতে গড়িমসি শুরু করে কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজন। গত সোমবার (১৪ জুন) কথা হয় হেড মিস্ত্রি আব্দুল মালেকের সাথে (তিনি নিজেকে সাব ঠিকাদার বলে দাবী করেন) রাতের আধাঁরে পাইলিং এর ঢালাই ভেঙ্গে পাথরের সাথে মিশিয়ে বেস ঢালাই করার কথা স্বীকার করে আব্দুল মালেক বলেন, পাইলিং এর যা

ভাঙা হয়েছে তা তিন ভাগের দুই ভাগ এখনও আছে। সামান্য কিছু যেতে পারে। সামান্য নয় অর্ধেকের বেশি ব্যবহার হয়েছে বললে তিনি বলেন যাই হোক যেটা গেছে সেটা গেছে আর যেটা আছে সেটা আছে।

এগুলো মেশানোর নিয়ম আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রায় সকলেই এগুলো ভেঙ্গে ঢালাই এর সাথে দেয়। তবে আমাদের ঠিকাদারের নিষেধ যে যদি কিছু দিয়েও থাকো পরবর্তী সময়ে যেগুলো আছে ওগুলো ব্যবহার করার এখন দরকার নেই। আমাদের যদি দেওয়ার অনুমতি দেয় আমরা সেখানে দেবো। সেকারণে আমরা রেখে দিয়েছি।

ঠিকাদার শহিদুল ইসলামকে ফোন করলে তিনি সরাসরি মেহেরপুর প্রতিদিন অফিসে আসেন। সেখানে তিনি বলেন, কাজের কিছু উনিশ-বিশ হতে পারে। তবে মিস্ত্রিদের নিষেধ করেছিলাম পুরাতন কিছু না দিতে তারা হয়তো দিয়ে ফেলেছে। তবে আব্দুল মালেকের সাথে কথা চলাকালীন সময়ে পাইলিং এর পিলারের গুড়ো বাদ দিয়ে পাথরগুলো বস্তা ভর্তি করতে লক্ষ্য করা গেছে।

মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের পোস্ট মাস্টার আবু সাঈদ মোঃ জহিরুল হক বলেন, প্রকল্প ইঞ্জিনিয়ার বাসেত আলী এই ভবন নির্মাণ দেখাশুনা করছেন। তিনি আমাকেও বিষয়টি দেখতে বলেছেন। ঢালাইয়ের সময় আমাকে না ডেকেই ঢালায় করা হয়েছে। পুরাতন পিলার ভেঙ্গে সেগুলো এখানে দিতে নিষেধ করেছিলাম তারপরও শুনছি তারা সেগুলো ব্যবহার করেছে।

তবে প্রকল্প ইঞ্জিনিয়ার বাসেত আলীর মোবাইল নম্বর চাইলে ঠিকাদার, পোষ্টমাষ্টার কেউ দাতি রাজি হয়নি।

শিশু লামিয়াকে বাঁচাতে একটি ফুল কিনুন

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে গোলাপ। বাজারে দাঁড়িয়ে পথচারিদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে একটি গোলাপের ছড়ি। ফুল পেয়ে পথচারীরা খুশি হয়ে দিচ্ছেন দশ,বিশ বা পঞ্চাশ টাকা। এভাবেই টাকা জোড়ার করে

পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগীতা দেয়া হবে। তবে সমাজের যুবকেরা লামিয়াকে চিকিৎসার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে তা একটি মানবিক উদ্যোগ। এখানে সকলের সহযোগীতা পেলে শিশু লামিয়ার জীবন বাঁচাতে সহায়তা করবে।

মেহেপুর জেলা কন্যা শিশু এ্যাডভোকেসীর ফোরামের সভাপতি শিরাজুল ইসলাম বলেন,শিশু লামিয়ার জন্য আমাদের সহযোগীতা থাকবে। বিষয়টি আগে জানা ছিলনা। তবে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে অর্থিক সহায়তা পাবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, ফুল দিয়ে অর্থ জোগাড় যুবকদের একটি মহতি উদ্যোগ। লামিয়ার পরিবার আমার কাছে আসলে সাধ্যমত সহযোগীতা করতে চাই। তবে সমাজের বিত্তবানরা লামিয়ার চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসবে এ আহবান করেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মুনসুর আলম খান বলেন, যুব সমাজের এই উদ্যোগ একটি মানবিক উদোগ। লামিয়াকে বাঁচানোর উদ্যোগের সাথে আমিও অংশিদার হতে চাই। লামিয়ার পরিবার আমার কাছে আসলে বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় লকডাউন ঘোষণা

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আলুকদিয়া ইউনিয়নের সাত দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

শনিবার বিকেল সাড়ে চার ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা ও উপজেলা সদরে আলোকদিয়া ইউনিয়নের সাত দিন লকডাউন ঘোষণা করে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ।

এ সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন চুয়াডাঙ্গা সদরের করোনা ভাইরাস এর প্রকোপ ভয়াবহ বৃদ্ধির কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসক চুয়াডাঙ্গা।। আগামী কাল সকাল ছয়টা থেকে

আগামী সাতদিনের জন্য এই লকডাউন ঘোষণা করেন তিনি। সকাল ছয়টা থেকে আগামী সাত দিনের জন্য সকল প্রকার কাঁচাবাজার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকানপাট দুপুর বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।শপিং মল সহ সকল প্রকার দোকানপাট বন্ধ থাকবে। চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ভিতরে কোন প্রকার যানবাহন চলাচল করতে পারবে না শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজন ও সরকারি কার্যক্রম এ ব্যবহৃত যানবাহনগুলো চলাচল করবে। দূরপাল্লার সকল প্রকার গাড়ি চলাচল করবে কিন্তু সেগুলো চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ভিতরে অবস্থান করতে পারবে না যাত্রী ওঠাতে নামাতে পারবে না। সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যাংক সহ সকল প্রকার সরকারি কার্যক্রম চলমান থাকবে।

তিনি আরো বলেন জেলা পর্যায়ে প্রশাসনের উপর নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেবে এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি এই লকডাউন কে কার্যকর করার জন্য সকলের সহযোগিতা চান।

উক্ত লকডাউন ঘোষণা অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন) আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মুনিরা পারভীন, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা, এ এস এম মারুক হাসান, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাজিয়া আফরিন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস সহ লকডাউন কার্যকরের সহযোগিতায় সকল প্রকার সরকারি কর্মকর্তাগণ।

দর্শনা মদনা ইউনিয়ন পরিষদের দুইশত কর্মহীন মানুষদের মাঝে খাদ্য উপহার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পারকুষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে জন-সাধারণের চলাচল সীমিত করায় কর্মহীন মানুষদের মাঝে

খাদ্য প্রধান মন্ত্রির উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর কোভিড-১৯ করোনা ভারতীয় ভেরিয়েন্ট প্রতিরোধে জন-সাধারণের চলাচল সীমিত করায় কর্মহীন মানুষদের মাঝে প্রধান মন্ত্রির খাদ্য সামগ্রী উপহার বিতরণ করেন।

খাদ্য উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর বলেন, আমরা একটি কঠিন সময় পার করছি। অতি জরুরী কাজ ছাড়া আপনারা কেউ ঘর থেকে বের হবেন না। সবাই একটু চলাচলে সীমিত করেন। এ দুঃসময় পার হলে বেঁচে থাকলে ঘুরাঘুরির অনেক সময় পাবেন। এছাড়া চায়ের দোকান বা কোন জায়গায় লোকসমাগম করবেন না। এসময় তিনি বেশকিছু মানুষের হাতে খাদ্য তুলে দেন। ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা দুইশত কর্মহীন মানুষের মাঝে এসব খাদ্য উপহার বিতরণ করা হয়। এ

রা হলেন চুলকাটার দোকান, ভিক্ষুক ও চায়ের দোকানদান। এসব খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিলো ১০ কেজি চাউল, ১ কেজি ডাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি পিয়াজ, ১ কেজি লবন ও হাফ লিটার সোয়াবিন তেল।

এসব খাদ্য উপহার বিতরণ করার সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, পারকুষ্ণপুর মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান কাজল ও পারকুষ্ণপুর মদনা ইউপি আওয়ামীলীগের সভাপতি মুন্তাজ আলী। এছাড়াও ইউপি সদস্য।

চুয়াডাঙ্গায় করোনায় আরও তিনজনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আরো তিন জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৮১ জনে।

শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে

চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. এস এস এম ফাতেহ আকরাম মেহেরপুর প্রতিদিন কে বিষয়টি নিশ্চিত করেন এ সময় তিনি বলেন, গত ১৩ জুন চুয়াডাঙ্গা জীবননগর উপজেলার বাঁকা গ্রামের মৃত এলাহী মণ্ডলের ছেলে শুকুর আলী(৭০) জ্বর ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ইয়োলো জোনে ভর্তি হন ঐদিন সংগৃহীত নমুনার পরদিন তার করোনা শনাক্ত হয় ১৬তারিখে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

শনিবার সাড়ে বারোটার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। অপরদিকে গত ১২ জুন চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার মল্লিকপাড়া মৃত আনিসুর রহমানের স্ত্রী সালেহা বেগম ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্ট জনিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল ইয়োলো জোনে ভর্তি হন তিনি।১৪ জুন সংগৃহীত নমুনায় ১৬ জুন তার করোনা শনাক্ত হয়। শনাক্তের পর সালেহা বেগমকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। শনিবার দুপুর সোয়া একটার টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমানের মা চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বৃষ্ণপুর গ্রামের গ্রামের মৃত সৈয়দ শেখের ছেলে আক্কাস আলী গত ১৪ জুন জ্বর, ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্টজনিতসহ সমস্যা নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ইয়োলো জোনে ভর্তি হয় আক্কাস আলী। ওই দিন সংগৃহীত নমুনায় ১৬ জুন তার করোনা শনাক্ত হয়। শনাক্তের পর আক্কাস আলীকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। শনিবার (১৯ জুন) বিকেল সোয়া ৪ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. এসএসএম ফাতেহ আকরাম নিশ্চিত করেছেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবগুলো মরদেহ দাফন সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে আরও রেকর্ড সংখ্যক ৭৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

করোনা সংক্রমণের একদিনের সর্বোচ্চ রেকর্ড এটি। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২ হাজার ৫২৩ জনে দাঁড়াল। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৭ জন।

জেলায় মোট সুস্থ হলেন ১ হাজার ৯৩৮ জন। এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮১ জনে দাঁড়াল। এ পর্যন্ত জেলায় মৃত্যু হয়েছে ৭০ জনের ও জেলার বাইরে ১০ জনের। এ